২৮-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- লাক্স (লক্ষ্য) সাবান দিয়ে আত্মা রূপী বস্ত্রকে পরিষ্কার কর, ভিতরে যেন কোনও ময়লা না থাকে"

প্রশ্ন :- পুরুষার্থী বাচ্চারা কর্মের কোন্ গুহ্য গতিকে জেনে সদা পুরুষার্থ করতে প্রস্তুত থাকে ?

উত্তর :- আত্মার মধ্যে অনেক জন্মের পাপ কর্মের বোঝা সঞ্চিত আছে, অনেক পুরানো গভীর সংস্কার আছে ; সেসব সংস্কার যোগ ছাড়া পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয় । আত্মা পাপ কর্ম করতে করতে সম্পূর্ণ ময়লা হয়ে গেছে, তাই একে পরিষ্কার করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে । স্মরণ ছাড়া পরিষ্কার হবে না । স্মরণে অনেক তুফান (বাধা) আসবে, কিন্তু যতই তুফান আসুক না কেন বাচ্চারা পুরুষার্থ থেকে সরে আসবে না, তার মধ্যেই লেগে থাকবে ।

গীত :- আমি একজন ছোট বাচ্চা, তুমি হলে সর্বশক্তিমান •••

ওম্ শান্তি । এখন যারাই এসে বাবার বাচ্চা হয়, তারা নিজেরাই বলে বাবা, আমি এখন নতুন ছোট বাচ্চা । কোনও বাচ্চা ১ মাসের, কেউ ৮ দিনের ; এখানে তো সবাই ছোট তাই না ! নতুন বাচ্চারা বলবে আমরা ছোট । কারও ২০, কারও বা ১৫ বছর হয়েছে । বৃদ্ধি এভাবেই হয়েছে । আত্মারা বলে, বাচ্চা তো হয়েছি কিন্তু ছোট । আমাকেও বর্সা দাও বা জ্ঞান বর্ষণ কর । জ্ঞান বর্ষণ তো হয় তাইনা ! এনাকেই ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যিনি জ্ঞান গঙ্গা বা জ্ঞান অমৃত আনয়ণ করেছেন ; তাঁর অনেক নাম (মহিমা) । তিনিই ভাগীরথ, তিনিই অর্জুন আবার দক্ষ প্রজাপতিও তাঁকে বলা হয় । একজনই তো প্রজাপিতা যিনি সবার পথপ্রদর্শক । অনেক বাচ্চা আসে, যাদের বস্ত্র (আত্মা) একদম ময়লা পুরানো হয়ে গেছে । ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রে ভিন্ন আত্মা । কেউ এতো জরাজীর্ণ পোশাকে যে ধুলেই ছিড়ে যাবে । বাবা বলেন, এই ধোবিঘাট কত বছর ধরে চলে আসছে, পোশাকের পর পোশাক ধোওয়া হচ্ছে । কারও কারও পোশাক তো এতটাই ময়লা যে, যতই পরিষ্কার করা হোক না কেন কিছুতেই ময়লা দূর হয়না । জ্ঞান রূপী সিটি বাজলেই শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । দৌড়ে পালিয়ে যায় । যারা পরিষ্কার হয়না, তারা শুদ্ধ হয়না অন্যদেরও শুদ্ধতা প্রদান করতে অসমর্থ হয় । বুঝে নিতে হবে তার ভাগ্যে নেই । যে নিজে পরিষ্কার হবে সে অন্যদেরও স্বচ্ছ পবিত্র করে তুলতে সমর্থ হয় । এটা হল ধোবীঘাট, আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র হয়ে যায় । শ্যাম থেকে গৌর হয় । এখন তো সবাই শ্যাম। বাবা তো এসেইছেন পাপী আত্মা থেকে মুক্ত করে তোমাদের সম্রাট তৈরি করতে । বাবা পাপিষ্ঠ আত্মা থেকে সম্রাট - এর সম্রাট তোমাদের বানাতে এসেছেন ।

এই জন্মের ব্যাপারে সবকিছু তোমরা জান, কিন্তু পূর্ববর্তী জন্মের ব্যাপারে তোমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । যখন তোমরা অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা কর ; আর তারা বুঝেও বোঝেনা, নিজেদের সংশোধন করে না, তখন বোঝা যায় যে তারা অতীতে এতটাই অশুদ্ধ ছিল যে তারা সংস্কার পরিবর্তনে অসমর্থ । ঠিক যেমন গরম তাওয়াতে জল পড়লেই তা শুকিয়ে যায়। ঈশ্বর এসে লাক্স সাবান দিয়ে তোমাদের পরিষ্কার করেন, প্রত্যেকের নার্ভ বোঝেন । বাবা কত সহজ রীতিতে তোমাদের বোঝান । বাচ্চারা

আমাকে স্মরণ করলে আত্মা পবিত্র হবে । নষ্টমোহও (আসক্তি হীন) হতে হবে । বাবা হলেন সবচেয়ে প্রিয় ।

দ্বাপর থেকে আধাকল্প ধরে ভক্তরা ভক্তি করেছে, তারাই আবার দেবী দেবতা হবে এটা তোমরা বুঝে গেছ । বাবা বলেন, উঠতে বসতে আমাকে স্মরণ কর, ঠিক যেমন একজন পাত্র ও পাত্রীর আশীর্বাদ হয়ে যায় তখন তারা একে অপরকেই স্মরণ করে তাই না ! এখানে তো কেউ কেউ প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে ছেড়ে পলায়ন করে, কিন্তু যে প্রিয়জন স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিচ্ছেন তাঁকেই স্মরণ করে না । এমন কথা আর কেউ বলবে না যে, আমি অজামিলের মতো পাপ আত্মাদের উদ্ধার করতে আসি ; ঠিক যেমন কল্পের শুরুতে করেছিলাম । কারও কাপড় স্বচ্ছ কারও বা ময়লা । স্ত্রী বলে, বাবা আমাকে শুদ্ধ পবিত্র কর, তার স্বামী বলবে আমি তো বিকার ছাড়া থাকতে পারিনা; শুরু হয়ে যায় দুজনের লড়াই। অবলাদের প্রতি কত অত্যাচার হয় । যারা পবিত্র হতে পারেনা নানা ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে । সন্ন্যাসীদের তো কেউ বাধা দিতে পারবে না । এমনকী গভর্নমেন্টও তাদের বলতে পারেনা যে , তোমার সন্তানের দায়িত্ব কে নেবে ? এখানে এই কারণ বশতঃ কলহ শুরু হয়ে যায় । একজন পবিত্র হয়তো অন্যজন অজামিলের মতো পাপীই থেকে যায়। যারা ঈশ্বরের প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি হয় তারা কাউকে পরোয়া করে না। তারা সম্পূর্ণ রূপে নষ্টমোহ হতে পারে । (বিনাশী) রাজত্বকেও দূরে সরিয়ে দিতে পারে । ভক্তি মার্গের মীরা তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত । ভক্তিমার্গে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে । এখানে বড়জোর কিছু অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে । হ্যাঁ, কেউ হয়তো বেড়িয়ে আসবে যে বলবে আমি শুদ্ধ হতে চাই । তত্ক্ষণাত্ বলবে, আমি রাজত্বের পরোয়া করিনা । ঠিক যেমন ঐ রাজারা তাদের রাণীদের পরোয়া না করে ত্যাগ করেছিল; ঠিক তেমনই এখন সেরকমই কিছু রাণী বেড়িয়ে আসবে যারা রাজাকে পরোয়া করবে না । "আমি তো স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি "।

ভক্তিমার্গে সেই রাজাদের নাম আছে যারা সন্ন্যাস নিয়েছিল । এখন হলো জ্ঞান মার্গ । প্রত্যেকেই তোমরা বুঝতে পারছ যে , কতখানি ধোবী আমি হতে পেরেছি ; কেন উচিত নয় ভালো ধোবী হওয়া ? ধোবীদের মধ্যেও তো নম্বরক্রম আছে তাইনা !
বিদেশে (বাড়ির বাইরে) যখন কাপড় ধোয়ার জন্য পাঠানো হয় নিশ্চয়ই ওরা খুব ভালো করে কাপড় ধোবে, এখানেও তাই । কেউ তো শ্রীমতে চলে শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে যায়, তারা নিজেরা পবিত্র হয়ে অন্যদেরও পবিত্র করে তোলে । যখন পুরুষরা পবিত্র হয়না তখন তাদের স্ত্রীদের অনেক অত্যাচার সহন করতে হয় । আজকাল তো খুব সাবধানে চলতে হয়, কেননা প্রতিটি মানুষ ৫ বিকারের শিকার । ক্রোধে বশীভূত হয়েও কত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তারা বলে বাবা আমি বশীভূত হয়ে পড়েছি । দেহ –অহমিকা চলে আসে, আর তার কারণেই আবার বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে । নিজেকে দেহী মনে করে বাবাকে স্মরণ না করলে রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায় । মনসায় তুফান তো আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যেন কোনও দুষ্কর্ম না হয় । বাবা বলেন, বিশ্বের মালিক হওয়া কোনও মাসির বাড়ি বেড়াতে যাওয়া নয় । লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গের মালিক হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই কিছু পুরুষার্থ করেছিলেন । বাবা সত্যিই এখানে বসে স্বর্গের রাজা রাণী তৈরি করেন, সুতরাং বাচ্চাদের শ্রীমত ধারণ করে চলতে হবে । শ্রীমত একমাত্র বাবাই দেন, বাকি সব ভূত মত। শ্রীমতকে ভুলে গেলেই আসুরি মতে চলে যাবে আর মায়া আক্রমণ করে মাথা হেঁট করিয়ে লজ্জিত করে তুলবে । নিজেকে চেক করে দেখ আমি কতটা ময়লা ? কুমারকার মতো(দাদী প্রকাশমণি জী) ভালো ভালো

বাচ্চারাও রয়েছে, যারা ভালো সার্ভিস করছে। মতো সার্ভিস করে । বাচ্চারা মল মূত্রে ক্লেদাক্ত ময়লা কাপড় ধুয়ে অন্যদের ৫ বিকারের উপর জয়ী হতে সমর্থ করে তোলে । মন্দ আত্মাও কিছু আসে যারা নামকে বদনাম করে দেয় । নোংরা, দুর্গন্ধময় যারা তাদের থোড়াই বি কে বলবে ! তাদের রেজিস্টার সম্পূর্ণ রূপে খারাপ হয়ে যায় । বাবা পরিষ্কার করার জন্য আঁছাড় মেরে মেরে কত চেষ্টা করেন। তিনি বলেন -- বাবাকে স্মরণ করলে পোশাক পরিষ্কার থাকবে নয়তো আবার ময়লা হয়ে যাবে । ধারণা না হলে বুঝতে হবে যে , আমি কতটা ময়লা! পূর্ববর্তী জন্মে নিশ্চয়ই খুব ময়লা ছিলাম । লজ্জা হওয়া উচিত । পুরুষার্থ না করলে নোংরাই থেকে যাবে, যোগ্য হতে পারবে না । তোমরা এখানে আস যোগ্যতা অর্জনের জন্য । যদি পরিষ্কার হতে পার সূর্যবংশী বা চন্দ্রবংশী হতে পারবে । বাবা বেহদের (অসীম, অনন্ত) বিশাল বুদ্ধি দিয়েছেন । সারা দুনিয়ার সৃষ্টি চক্র সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান হয়েছে । লোকে বলে - হে পতিত, পাবন, তিনি নিশ্চয়ই একজনই হবেন ; যাকে স্বর্গের গডফাদার বলা হয় । তিনি হলেন নিরাকার ।
৫ হাজার বছর হয়ে গেছে যখন এই ধোবীঘাট খোলা হয়েছিল । বাবা বলেন, ৫ হাজার বছর পর -পরই আমি ভারতে ধোবীঘাট খুলে থাকি ।
যোগ দ্বারা তোমরা চির পবিত্র হয়ে যাও, তারপর ২১ জন্ম তোমরা আর পতিত হবে না কারণ ওখানে মায়ার প্রবেশাধিকার নেই । পবিত্র না হলে তোমরা বৈকুন্ঠে যেতে পারবে না। প্রজা তো অনেক হবে কিন্তু তাতে তোমাদের রাজি হওয়া উচিত নয় ।

গীত আছে : তুমি মাতা -পিতা আমি বালক তোমার । তোমার কৃপায় রাজত্বের সুখ পাব, প্রজার সুখ নয়। এটা তো হলো দুখধাম , বিত্তবান কিছু আছে নিশ্চয়ই কিছু ভালো কর্ম করেছে । এ হলো লৌকিক রাজত্ব ; স্বর্গ হলো পারলৌকিক রাজত্ব । তোমরা বাচ্চারা জান উভয় রাজত্ব তোমরা কি ভাবে পাও । বাবা বলেন, আমার শ্রীমতে চললে ২১ জন্মের জন্য কোনও সাজা তোমাদের ভোগ করতে হবে না । এমনটা নয় যে, কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে এখানে বসে থাকবে । তোমাদের সন্তানদের লালন - পালন করতে হবে, কারণ তোমরা তাদের সৃষ্টি করেছ । ব্যবসায়ে লাভ কিংবা লোকসান তো হতেই পারে । সত্য যুগে হলো প্রালব্ধ, ওখানে লোকসানের কোনও ব্যাপারই নেই । এখানে তোমরা শ্রীমত দ্বারা এতো লাভ কর যে, ২১ জন্মের জন্য কোনও লোকসান তোমাদের সইতে হবে না। সম্পূর্ণ জ্ঞান না হলে নিচু পদ লাভ করবে । শ্রীমত অনুসারে চললে নষ্টমোহ হওয়ার সাথে সাথে উঁচু পদও প্রাপ্ত করবে । তারা সম্মানিত এখানেই হবে । নম্বর অনুযায়ী রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হলে পিতা - মাতাকে অনুসরণ করা উচিত । মাতা - পিতা শিক্ষা গ্রহণ করেই তোমাদের তা প্রদান করছেন । বলেন, শ্রীমতে চলো , বিকারগ্রস্ত হয়োনা । সতর্কতা অবলম্বন কর। অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝান বাবা । বাবা অবিনাশী সার্জন, বাকি তো সবাই রুগী। তোমরা তাদের সাহায্যকারী হও। তোমরা নম্বর অনুসারে অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন । সবচেয়ে তীক্ষ্ণ অবিনাশী সার্জেন একজনই শিববাবা । সার্জেনদের (শল্য চিকিত্সক) মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে তাইনা ! কেউ তো লক্ষ টাকা উপার্জন করে, কেউ বা অনাহারে থাকে । কেউ যখন চলতে চলতে বাবার হাত ছেড়ে দেয়, তবে বলা হয় যে, ছিঃ ছিঃ এ তো নোংরা অপবিত্র পোশাক । অনেক জন্মের পুরানো সংস্কার এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, জ্ঞান ধারণে অসমর্থ হয় । জ্ঞানের রঙ তাদের রঙিন করে তুলতে পারেনা । এটাই হলো ড্রামা । বাবা আসেনই সুখ দিতে ।
সাধুদেরও নির্বাণধামে তাদের নিজ সেকশনে (বিভাগ) পাঠিয়ে দেবেন । ভারতের যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল তা প্রায় বিলুপ্তির পথে। নিজেদের ধর্ম কর্ম দ্বারাই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে ।

দেবী দেবতা বলার মতো কেউ নেই । তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই আমি এসে আবার তা স্থাপন করি । নিশ্চয়ই অন্য ধর্মের আত্মাদেরও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানুষ মুক্তিধামেই যেতে চায় । বাবা বলেন, আমি এর জন্যই এসেছি, সুতরাং বাচ্চারা নিজেদের জিজ্ঞাসা কর আমরা কি এতটাই পতিত ছিলাম যে, জ্ঞান ধারণে অসমর্থ হয়ে গেছি ?
যদি অসমর্থ হও, মাম্মা বাবার সিংহাসনে বসতে পারবেনা ; তোমাদের দাস - দাসী হতে হবে । বাবা বলেন, আমি পতিতদের পবিত্র করতে এসেছি এই শরীরের (ব্রহ্মা বাবার) আধার নিয়ে । এ ছাড়া পতিতদের পবিত্র কি ভাবে করব ? তোমরা বলতে পার বাবার দ্বারা আমরা দেবী দেবতারা পবিত্র হচ্ছি, এখনও সম্পূর্ণ হইনি তবে পুরুষার্থ করছি । শ্রীমত অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠ হতে হবে, এই জ্ঞান বাবাই এসে দিয়ে থাকেন । নলেজফুল এক গডফাদারকেই বলা হয়। উনিই সারা ব্রহ্মান্ড , মূলবতন, সূক্ষ্মবতন , স্থূলবতন, সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের খবর এসে জ্ঞাত করান। তোমরাও নলেজফুল হও । কিছু তো নলেজফুল হয়ে যায় কেউ আবার ধারণা গ্রহণে অসমর্থ হয় । বুঝবে যে ভাগ্যে নেই । ভালো বাচ্চারা তীব্র পুরুষার্থ করে, বাকি ঘর পরিবার তো সামলাতেই হবে । শুরুতে এদের ১৪ বছরের ভাট্টি ছিল । কাপড় (আত্মা) ধুতে ধুতে কত পরিষ্কার হয়ে গেছে । কেউ নির্মল, স্বচ্ছ পবিত্র হয়েছে কেউ বা নোংরাই রয়ে গেছে । আজকাল তো ভাট্টিতে অল্প কিছু সংখ্যক সাতদিন থাকতে সমর্থ হয় । শুরুতে সম্পূর্ণ ভাট্টি হত । ভাট্টি না হলে তোমরা প্রস্তুত হবে কি করে ? ইঁট পোক্ত হয় যখন ভাট্টিতে পোড়ানো হয়, নরম কাঁচা ইট ভেঙে পড়ে বাকি ইঁট মজবুত হয় । এখানেও ঠিক তাই, শ্রীমত অনুসারে না চলে অনেক কাপড় (আত্মা) ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, পরিষ্কার হয়না । এখন তোমরা আত্মারা পরমপিতার সাথে যুক্ত হও । শিববাবা বলেন, আমি চির পবিত্র। আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে । গৃহস্থ পরিবারে থেকেই এটা অভ্যাস কর । বাধ্য বাচ্চারা শীঘ্রই এটা অভ্যাস শুরু করে দিয়ে, খুশিতে উচ্ছল থাকে । রাত্রি জাগরণ করে আত্মাকে পরিষ্কার করে তোলে । তারা বিশ্বাস করে পবিত্র হলেই পবিত্র পোশাক পরিধান করতে পারব । বাবা বলেন , নিদ্রাকে জয় কর । বাবাকে স্মরণ করলেই আত্মা পবিত্র হবে । অমৃত বেলা সুন্দর মুহূর্ত । বাবার উপদেশ -- ঐ সময় তোমরা তাঁকে স্মরণ কর, ঘুম পেলে চোখে তেল লাগিয়ে নাও । অর্থাৎ পুরুষার্থ কর । শ্রীমত দ্বারা বাবাকে স্মরণ কর। যতই মায়ারূপী তুফান আসুক না কেন, বাবাকে স্মরণ কর । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধী বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপ দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। যুক্তি সহকারে সংযমী হয়ে চলতে হবে । রেজিস্টার খারাপ করা উচিত নয় ।

২) নিদ্রাজীত হয়ে অমৃত বেলায় বিশেষ আত্মাদের পরিষ্কার করার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে । জ্ঞান - যোগ দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে ।

বরদান :- সদা সাক্ষী স্থিতিতে স্থিত হয়ে, নির্লেপ (লেপহীন) অবস্থাকে অনুভব করতে সমর্থ সহজযোগী হও

যে দেহ সম্বন্ধ আর দেহ থেকে সাক্ষী অর্থাত্ আলাদা, সে এই পুরানো দুনিয়াকেও সাক্ষী রূপে পর্যবক্ষেণ করতে সমর্থ হয় । সম্বন্ধ সম্পর্কে এসেও আলাদা অথচ সবার প্রিয় হয়ে ওঠে । এই স্থিতিই সহজযোগী অনুভব করাতে সমর্থ হয় । একেই বলে সাথে থেকেও নির্লিপ্ত থাকা । আত্মা নির্লেপ হয়না কিন্তু দেহী - অভিমানী স্থিতিই নির্লেপ অর্থাত্ মায়ার লেপ বা আকর্ষণ থেকে মুক্ত । এই স্থিতিতে স্থিত হলে মায়া রূপী তীর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় ।

স্লোগান :- শুভ ভাবনা আর শুভকামনা দ্বারা সূক্ষ্ম সেবা করতে সমর্থ যে হয় সে-ই হল মহান আত্মা ।